দৈনিক বাংলা

তারিখ — 31.5.83
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 3

পটুয়াখালী কৃষি কলেজঃ বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন

ঘটনাটি পটুয়াখালী কৃষি কলেজের। ঘটনাটি আমার কাছে পৌঁচেছে বিভিন্ন হাত ঘুরে। দুর্ভাগ্য কারণেই যোগাযোগ করতে পারিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ভুলত্রুটি হলে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

দীর্ঘদিন আগে এ কলেজটি নিয়ে আমি লিখেছিলাম। সেদিন আমি প্রশ্ন করেছিলাম, হঠাৎ পটুয়াখালীর একটি গ্রামে এ কলেজটি স্থাপিত হলো কেন? গ্রামে একটি কৃষি কলেজ স্থাপন এবং চালানো চাট্টিখানি কথা নয়। তবুও এ ঝুঁকি কেন নিলেন কর্তৃপক্ষ? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনদিনই আমার প্রশ্নের জবাব দেননি। আমি সেদিন আশংকা প্রকাশ করেছিলাম। বলেছিলাম, এ কলেজ নিয়ে একদিন সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য। যদিও আমি চাইনি আমার কথা সত্য হোক। কিন্তু এখন দুঃখের সঙ্গেই দেখছি, আমার আশংকাই সত্য হতে চলেছে। নানা কারণে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ আজ সমস্যায় জর্জরিত। সে কথায়ই আমি এখন আসছি।

আমার ভাবতেও অবাক লাগে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ এখনো সরকার গ্রহণ করেননি। বেসরকারীভাবে কী করে একটি কৃষি কলেজ গ্রামে চলতে পারে তা আমি বুঝতে অক্ষম। আজকে গ্রাম গ্রামান্তরে বেসরকারী স্কুল-কলেজ চালানোই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে ক্ষেত্রে বেসরকারীভাবে একটি কৃষি কলেজ চালাবার কথা কল্পনাই করা যায় না। অথচ তাই ঘটছে।

একটি সূত্রে জানা গেছে, গত তিন মাস যাবত কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীরা নাকি বেতন পাচ্ছেন না। কলেজটি বেসরকারী হওয়ায় অনেক শিক্ষকই চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তৃতীয় বর্ষে পড়াবার মত পাঁচজন শিক্ষক এখন নেই। এককালে রেকারিং গ্রান্ট হিসাবে এ কলেজকে কিছু টাকা দেয়া হতো। কিন্তু সে টাকাও বন্ধ হয়ে গেছে। এই কলেজকে কৃষিবিদ সমিতিসহ দেশের কোন কৃষি প্রতিষ্ঠানই স্বীকৃতি দেয়নি। এ কলেজের কোন ছাত্রই কোন বৃত্তি পায় না। এ কলেজ কমিটির সদস্য সবাই প্রায় স্থানীয় লোক। এরা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী। একটি কৃষি কলেজ চালাবার মত অভিজ্ঞতা এদের থাকার কথা নয়। এদের আন্তরিকতা থাকলেও নিশ্চয়ই প্রশাসনিক জ্ঞানের অভাব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এরাই কলেজের হর্তাকর্তা-বিধাতা। ফলে অসুবিধা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে।

তাহলে এ সমস্যার সমাধান কি? বিভিন্ন মহলের ধারণা, অবিলম্বে এই কলেজের দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা উচিত। কৃষি কলেজ হওয়া উচিত একটি সরকারী কলেজ।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে কোন কোন মহল চান না কলেজটি সরকার গ্রহণ করুক। এ কলেজের অনেক কর্মকর্তা আছেন যারা এই কলেজটি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিরোধী। তাদের অনেকেরই কৃষি কলেজের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়ার প্রয়োজনীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নেই। কৃষি কলেজের কর্মকর্তা হতে হলে কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী হতে হবে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এই পদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই শোনা যাচ্ছে যারা সাধারণ ডিগ্রী নিয়ে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁরা নাকি চাচ্ছেন না যে এই কলেজটি সরকার গ্রহণ করুক।

কারণ, সরকার এ কলেজ গ্রহণ করলে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী কলেজ চলবে। সরকারী বিধি অনুযায়ী সকলের যোগ্যতা নির্ণীত হবে। শুধুমাত্র দেন-দরবার করে উচ্চ পদে আঁকড়ে থাকা যাবে না। সুতরাং এ মহল চাচ্ছে না যে কলেজটির দায়িত্ব সরকারের হাতে যাক। তাই কোন কোন মহল থেকে সরকারের কাছে দেন-দরবার হলেই একটি অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। মিথ্যা গুজব রটনা করা হয়। এমন একটি ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি।

সম্প্রতিকালে নানা কারণে কলেজটি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবী জোরদার হয়। এই দাবী মোকাবিলা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট মহল প্রচার করে দেয় যে কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত হলে কলেজটি এখানে থাকবে না; কলেজটি স্থানান্তরিত হবে। এ খবরে স্থানীয় জনসাধারণের উত্তেজিত হওয়ারই কথা। এবং এ ধরনের উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটে গত ৫ই মে। কলেজটি রাষ্ট্রায়ত্ত হবে—কলেজ স্থানান্তরিত হবে—এই আশংকায় স্থানীয় জনসাধারণ সেদিন কলেজ ঘিরে ফেলে। তার পর কি ঘটেছিলো সে খবর পটুয়াখালী জেলা কর্তৃপক্ষ দিলে আমি খুশী হবো।

তবে এইটুকু আমি জানি যে পরদিন ৬ই মে দুপুর বেলা পটুয়াখালীর সদর মহকুমা হাকিম কলেজ এলাকায় সফরে গিয়েছিলেন। এবং সেদিন রাতে লেবুখালি পুলিশ ফাঁড়ি থেকে চারজন পুলিশ পাঠাতে হয়েছিলো কলেজ এলাকায় শান্তিরক্ষার জন্য।

কেন এবং কী পরিস্থিতিতে মহকুমা হাকিম সেখানে গিয়েছিলেন? কী ঘটনার তিনি তদন্ত করেছিলেন? কী অবস্থা তিনি দেখেছিলেন? এবং কোন পরিস্থিতিতে কলেজ এলাকায় পুলিশ পাঠাতে হয়েছিলো সে খবর জেলা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানেন। আমি বিশ্বাস করি যে উর্ধতন মহলেও এ খবর জানানো হয়েছে। এবং আমি সাথে সাথে বিশ্বাস করতে চাই যে নিশ্চয়ই জেলা কর্তৃপক্ষ এই কলেজের সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানের সুপারিশ করেছেন।

বরিশাল থেকে দূরে পটুয়াখালীর দশ মাইল উত্তরে এই কৃষি কলেজের জন্মবৃত্তান্ত আমি জানি না। তবে নিজে আঁচ করেছি যে হয়তো কোন এক কালের কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অহেতুক নিজ গ্রাম-প্রীতিতে এই ঘটনা ঘটেছে। যেমন করে রাজধানী ঢাকার মৌচাকের কাছ থেকে বাংলা মোটরের দিকে যাওয়া সড়কটি খানিকটা বেঁকে গেছে এককালের কোন একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির জন্যে। যেমন করে বিভিন্ন সড়ক সোজা না গিয়ে বেঁকে যায়, তেমনি করেই বোধ হয় পটুয়াখালীর এই গ্রামে কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়েছিলো কোন এক একক সিদ্ধান্তের ফসল হিসাবে।

কিন্তু এই কাজ কেউ ভেবেচিন্তে না করলেও আজকে যাঁরা শিক্ষা দফতরে আছেন তাঁদের নিশ্চয়ই নতুন করে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে এই কলেজটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। আর আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি বলবো এ কলেজটিকে জরুরী ভিত্তিতে সরকারের গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় অধিবাসীদের বোঝাতে হবে যে কলেজটি এখানেই থাকবে। এ কলেজ স্থানান্তরের কোন প্রশ্নই ওঠে না এবং এ কলেজটিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সকলের।

আমার শেষ কথা হচ্ছে—কৃষি কলেজ আমাদের খুবই প্রয়োজন। প্রতিটি জেলা শহরে একটি কৃষি কলেজ হলে আমি আপত্তি করতাম না। এবং প্রয়োজন বলেই পটুয়াখালী কৃষি কলেজটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে এ কলেজের শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। শিক্ষকরা চাকরি ছেড়ে যাচ্ছেন। ছাত্ররা নিশ্চয়তা পাচ্ছে না। ছাত্র সংখ্যা কমছে। শুধুমাত্র খাতা-কলমের হিসাব দেখে সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে না। তাই আমার আবেদন, জরুরী ভিত্তিতে পটুয়াখালী কৃষি কলেজ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

কেউ যদি আমার এই লেখার প্রতিবাদ করেন, তাঁদের কাছে আমার করজোড়ে নিবেদন, দয়া করে এ কলেজটির ক্ষতি হয় এমন কোন বিতর্কে নামবেন না। আমি দূরে থাকলেও কিছুটা জেনেশুনেই লিখছি। আমরা যেন অহেতুক বিতর্কে নেমে পরিবেশ ঘোলাটে না করি। আসুন, আমরা সবাই মিলে কলেজটিকে বাঁচিয়ে রাখি।

—অনিকেত